5.5 ভাববাদের প্রকারভেদ (Different Forms of Idealism)

ভাববাদের মূলতত্ত্ব এক এবং অভিন্ন হলেও দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাববাদী দার্শনিক একে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। এরই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে বিভিন্ন প্রকার ভাববাদের উদ্ভব হয়েছে, যেমন—**প্লেটোর ভাববাদ** (Platonic idealism), **বার্কলের আত্মগত ভাববাদ** (Berkeley's subjective idealism), **কান্টের ভাববাদ** (Kantian idealism) এবং **হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ** (Hegel's objective idealism) প্রভৃতি। একমাত্র বার্কলের আত্মগত ভাববাদই আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বলে, আমরা এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বার্কলের ভাববাদই আলোচনা করব।

বার্কলের ভাববাদ প্রসঙ্গে অনেকে এই প্রশ্নটি প্রায়ই করেন যে, তাঁর ভাববাদকে ঠিক কীরকম ভাববাদরূপে অভিহিত করা সংগত? তাঁর ভাববাদ প্রকৃতপক্ষেই **আত্মগত** (subjective) না **বস্তুগত** (objective)? এই প্রশ্নটির উত্তর দেবার আগে আমাদের **'আত্মগত ভাববাদ'** এবং **'বস্তুগত ভাববাদ'**—এই উভয়ের স্বরূপটি বুঝে নেওয়া দরকার।

Scanned by CamScanner

1. **আত্মগত ভাববাদ:** আত্মগত ভাববাদ অনুসারে দাবি করা হয় যে, বাহ্যিক বস্তুর স্বতন্ত্র কোনো বাহ্যসত্তা নেই। বাহ্যিক বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাতার মন বা ব্যক্তিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। জড়বস্তু বলে আমরা যা জানি, তা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতার মনের ধারণামাত্র, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। জড়বস্তু বিষয়ী তথা জ্ঞাতার মনের ভাব বলে, আত্মগত ভাববাদের অপর নাম হল বিষয়ীগত ভাববাদ (subjective idealism)।

2. **বস্তুগত ভাববাদ:** বস্তুগত ভাববাদ অনুসারে উল্লেখ করা হয় যে, একমাত্র পরমাত্মা তথা পরমচৈতন্যই হলেন সৎ। জড়জগৎ ও মনোজগৎ—উভয়েই এই পরমচৈতন্যের প্রকাশমাত্র। পরমচৈতন্য একদিকে যেমন নিজেকে জড়জগতের মধ্যে প্রকাশ করেন, অপরদিকে তেমনি মনোজগতের মধ্যেও নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্যক্তিমনের বাইরে জড়জগতের অস্তিত্ব পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়। এরূপ ভাববাদকে তাই বস্তুগত তথা বিষয়গত ভাববাদ (objective idealism)-রূপে উল্লেখ করা হয়। প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক হেগেল (Hegel) হলেন এই ভাববাদের প্রবক্তা।

5.5.1 বার্কলের আত্মগত ভাববাদ—অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর (Berkeley's Subjective Idealism—*Esse-est-percipi*)

'আত্মগত ভাববাদ' বলতে বোঝায়, জ্ঞাতার মন বা ভাব এবং তার ধারণা ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আত্মগত ভাববাদের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়—

1. **কেবল মন ও তার ধারণা সত্য:** বার্কলে বলেছেন যে, শুধুমাত্র জ্ঞাতার মন এবং তার ধারণাসমূহই সত্য। সেকারণেই যা কিছু জ্ঞেয় বস্তুরূপে গণ্য তা জ্ঞাতার মনেরই প্রতিফলন মাত্র। বস্তুর কোনো স্বাধীন সত্তা নেই।

2. **বার্কলের আত্মগত ভাববাদের পটভূমি:** দর্শনতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক জর্জ বার্কলের প্রবর্তিত ভাববাদকেই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আত্মগত ভাববাদ (subjective idealism) রূপে অভিহিত করা হয়। বার্কলের সময় জড়বাদ তথা বিজ্ঞানের এতটাই উন্নতি পরিলক্ষিত হয় যে, একজন ধর্মযাজক হিসেবে বার্কলে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সেসময় সাধারণ মানুষ ভাববাদী মতবাদের পরিবর্তে জড়বাদ তথা বিজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছিল। ফলে, ঈশ্বরবাদের পরিবর্তে নিরীশ্বরবাদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছিল। সাধারণ মানুষের এই 'সর্বনাশা ঝোঁক'কে প্রতিহত করতেই বার্কলে তাঁর বহুল প্রচারিত ভাববাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অকাট্য যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

আত্মগত ভাববাদের মূল বিষয়সমূহ

দর্শনতত্ত্বের ক্ষেত্রে দার্শনিক লকের মতবাদকে প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদরূপে অভিহিত করা হয়। লকের চিন্তাধারার সূত্র ধরেই 'বার্কলের ভাববাদ' নামক দার্শনিক মতবাদটি গড়ে উঠেছে। প্রতিনিধিত্বমূলক বস্তুবাদে লক যা বলতে চেয়েছেন, তা হল—'আমরা সরাসরিভাবে যা জানি, তা শুধুমাত্র আমাদের মনের ধারণামাত্র। আর এই সমস্ত ধারণার আধার (substratum) রূপেই দ্রব্য তথা বাহ্যবস্তুসমূহকে পরোক্ষভাবে জানি'। অর্থাৎ, ধারণার সাহায্যেই আমরা বস্তুসমূহকে জানি। কিন্তু বার্কলে লকের এই মত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, আমরা যদি শুধুমাত্র ধারণাসমূহকেই জানি বলে দাবি করি, তাহলে ধারণার পশ্চাতে কোনো বস্তুর অবস্থান আছে বলে যে দাবি করি, তার সপক্ষে কি কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকে? তাঁর সিদ্ধান্ত হল, আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি—তা শুধুমাত্র আমাদের মন এবং ধারণাসমূহ। আমাদের সামনে প্রতিভাসিত যে বাহ্যজগত, তা বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত নয়। এর সবকিছুই গঠিত হয় আমাদের মনগড়া ধারণাসমূহ দ্বারা। বার্কলের মতে, এই জগৎ তাই বাহ্যবস্তুর জগৎ নয়, তা হল ধারণারই জগৎ। সুতরাং জড়দ্রব্য বা বস্তু কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। যা কিছু অস্তিত্বশীল তা হল ধারণা এবং ধারণার বাইরে আর অন্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

1. **মুখ্য ও গৌণ গুণের অযৌক্তিক প্রভেদ:** লক প্রবর্তিত মুখ্য ও গৌণ গুণসমূহের মধ্যে পার্থক্যীকরণকে অস্বীকার করেছেন বার্কলে। লক মনে করেন যে, মুখ্য গুণগুলি হল বস্তুগত এবং এগুলির আধার হিসেবে জড়

Scanned by CamScanner

দ্রব্যসমূহের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। অপরদিকে, গৌণ গুণগুলি হল দ্রষ্টার মনোগত। এগুলি দ্রষ্টার মনের ব্যক্তিগত আরোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বার্কলে লকের মুখ্য এবং গৌণ গুণের এই পার্থক্যকে অস্বীকার করেছেন।

i **মুখ্য ও গৌণ গুণ মনগড়া :** লকের মতে, যে যুক্তির কারণে গৌণ গুণগুলিকে মনোগতরূপে অভিহিত করা হয়, সেই একই যুক্তির সাহায্যে মুখ্য গুণগুলিকেও মনোগত বলে উল্লেখ করা উচিত। কারণ, গৌণ গুণগুলি যেমন ব্যক্তির মনগড়া তেমনি মুখ্য গুণসমূহও ব্যক্তি বা দ্রষ্টার মনগড়া। সুতরাং মুখ্য এবং গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানা সংগত নয়।

ii **মুখ্য ও গৌণ গুণ ব্যক্তিসাপেক্ষ :** দার্শনিক লক মুখ্য গুণসমূহকে বস্তুসাপেক্ষ এবং গৌণ গুণসমূহকে ব্যক্তিসাপেক্ষরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বার্কলে যেহেতু এই উভয় প্রকার গুণের পার্থক্যকে স্বীকার করেন না এবং যেহেতু সমস্ত প্রকার গুণকেই মনোগতরূপে উল্লেখ করেন, সে কারণে এই দাবি করা সংগত যে, সমগ্র জগৎ ব্যক্তিমনের ধারণার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

2 **অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর:** লক স্বীকার করেছেন যে, কোনো বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করি, তখন ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে বস্তুটিকে পাই না। এক্ষেত্রে যা পাই, তা হল বস্তুর প্রতিচ্ছবি। বস্তুর এই প্রতিচ্ছবিকেই তিনি 'ধারণা' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে, এই ধারণাই হল বস্তুর অনুরূপ। কিন্তু বার্কলে বলেন যে, ধারণা যে বস্তুর অনুরূপ, তা কীভাবে বোঝা যাবে? একমাত্র আমাদের মনই তা বিচার করতে পারে। সেক্ষেত্রে ধারণাগুলির অবস্থান আমাদের মনেরই ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বার্কলে তাই সিদ্ধান্তগতভাবে স্বীকার করেন যে, জ্ঞাতা-মন এবং তার মনের ধারণা ছাড়া আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

এভাবে বার্কলে জড়দ্রব্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং জ্ঞাতার মন ও তার ধারণাকে স্বীকার করে তাঁর নিজের বিখ্যাত তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। তাঁর এই তত্ত্বটি হল—**অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর** (esse-est-percipi)। **অর্থাৎ কোনো কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করে জ্ঞাতার মনের প্রত্যক্ষের ওপর** (To be existed, to be perceived)।

বার্কলে বলেছেন যে জড়বস্তুর স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব নেই। মনের ওপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। মনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়ে কোনো বস্তুই অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। সুতরাং বাহ্যবস্তু বা দ্রব্য আছে—এ কথা বলার অর্থই হল বস্তুটিকে জ্ঞাতা-মন প্রত্যক্ষ করে। বস্তুর অস্তিত্ব তাই জ্ঞাতা-মনের প্রত্যক্ষের ওপরই নির্ভরশীল।

3 **কেবলমাত্র জ্ঞাতা-মন ও ধারণার স্বীকৃতি:** বার্কলে তাই বলেন যে, এই জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল বা সৎ, তা জ্ঞাতরূপেই সৎ। অজ্ঞাতরূপে কোনো বস্তুই সৎ হতে পারে না। ধারণার জগৎকে তাই, জ্ঞাতার মানসিক জগৎরূপে অভিহিত করা হয়। এভাবেই বার্কলে সমগ্র বাহ্যজগৎকে একটি ধারণার জগতে পরিবর্তিত করেন। ফলে, ধারণার জগৎকে স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতার মনের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নিতে হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বার্কলে তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে দুটি বিষয়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এদের মধ্যে একটি হল জ্ঞাতা-মন এবং আরেকটি হল তার ধারণাসমূহ।

Scanned by CamScanner

বার্কলের আত্মগত ভাববাদের সমালোচনা

বার্কলের ভাববাদ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তা সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, কখনোই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বার্কলের ভাববাদের বিরুদ্ধে তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর সমালোচনা লক্ষ করা যায়।

1. **লৌকিক জ্ঞানের পরিপন্থী:** বার্কলের ভাববাদ মূলত লৌকিক জ্ঞানের পরিপন্থী। লৌকিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, বাহ্যজগতের বস্তুসমূহের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে। আমরা এই সমস্ত বস্তুকে ধারণারূপে জানি না, জানি মূর্ত বস্তুরূপেই। কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে এগুলির অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। এগুলি আমাদের জ্ঞানের বিষয় ঠিকই। কিন্তু এগুলিকে আমরা জানি বা না জানি, এর জন্য এদের অস্তিত্বের হানি কখনোই হয় না। আমরা জানি বা না জানি, এই জাগতিক বস্তুসমূহ অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। নব্যবস্তুবাদী দার্শনিক **ম্যুর** (Moore) এই সাধারণ জ্ঞানের সপক্ষেই জোরালো সওয়াল করেছেন। কিন্তু বার্কলে এই সাধারণ জ্ঞানের মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন।

2. **বস্তুর অস্তিত্বের কারণেই প্রত্যক্ষ:** নব্যবস্তুবাদী দার্শনিক **ম্যুর** তাঁর **ভাববাদ খণ্ডন** (*Refutation of Idealism*) নামক যুগান্তকারী প্রবন্ধে বার্কলের ভাববাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বার্কলের ভাববাদের মূলভিত্তি হল **'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর' তত্ত্বটি**। তিনি মনে করেন, বার্কলে প্রবর্তিত এই মতবাদটি যথার্থ নয়। এর কারণ হল, আমরা যা প্রত্যক্ষ করি, তা হল বস্তু এবং বস্তু আছে বলেই তা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বীকৃত। সুতরাং, বস্তুর অস্তিত্বের ওপরই আমাদের প্রত্যক্ষ নির্ভরশীল। আমাদের প্রত্যক্ষের ওপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়।

3. **অহং-সর্বস্ববাদ:** অপর এক নব্যবস্তুবাদী দার্শনিক **পেরী** (Perry) বার্কলের ভাববাদকে **'অহং-সর্বস্ববাদ'** (Solipcism) রূপে অভিহিত করেছেন। অহং-সর্বস্ববাদ অনুযায়ী উল্লেখ করা হয় যে, একমাত্র আমার মন এবং আমার মনোসঞ্জাত ধারণাসমূহ ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আমার জ্ঞান শুধু আমার মধ্যেই সীমিত নয়, সমগ্র জগতের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। সে কারণেই 'অহং-সর্বস্ববাদ' দর্শনের ইতিহাসে একটি বহুনিন্দিত মতবাদ। কারণ এই মতবাদ জ্ঞানতত্ত্বের পরিসীমাকে সংকুচিত করে এবং সে কারণেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

4. **স্ববিরোধী ধারণা:** 'অহং-সর্বস্ববাদ'-এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বার্কলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। এখানেও তিনি আর-এক বার ভুল করেছেন বলে নব্যবস্তুবাদীদের ধারণা। কারণ, আত্মগত ভাববাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকার করা হয় যে, জ্ঞাতার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষই সবকিছু। ব্যক্তিমনের প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই যদি হয়, তাহলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আসে কী করে? কারণ, ঈশ্বর কখনোই ব্যক্তিমনের প্রত্যক্ষগোচর নয়।

5. **বস্তুর অস্তিত্ব ও ধারণা পৃথক:** দার্শনিক **আলেকজান্ডার** উল্লেখ করেন যে, এমন দাবি করা আদৌ সংগত নয় যে, মন-নিরপেক্ষ কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। অথচ বার্কলে ঠিক এই কাজটিই করেছেন। পাশাপাশি **আলেকজান্ডার** এও বলেছেন যে, কোনো বিষয়কে জানার জন্য জ্ঞাতার মনের ওপর নির্ভর করতে হয় ঠিকই, কিন্তু তাই বলে জ্ঞেয় বস্তুকে তার অস্তিত্বের জন্য জ্ঞাতার মনের ওপর নির্ভর করতে হবে, এমন কথা ঠিক নয়।

6. **'ধারণা' শব্দটির অস্পষ্টতা:** প্রখ্যাত দার্শনিক **বার্ট্রান্ড রাসেল** (Bertrand Russell) বার্কলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি **'ধারণা'** শব্দটিকে অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তিনি ধারণা বলতে সঠিক কী বুঝিয়েছেন, তা পরিষ্কার নয়। **ধারণা** বলতে কখনও তিনি **বস্তুকে**, কখনও তিনি **বস্তুর চিন্তাকে** বুঝিয়েছেন। কিন্তু বস্তু ও তার চিন্তা কখনোই এক হতে পারে না। কোনো ব্যক্তিকে যখন আমার চিন্তায় আছে বলে উল্লেখ করা হয়, তখন কিন্তু দেহাবয়ববিশিষ্ট কোনো মানুষকে বোঝায় না, ওই ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ধারণাকে বোঝায়। কিন্তু বার্কলে বস্তু বলতে চিন্তাকেই বুঝিয়েছেন, বাহ্য আকারকে নয়। বার্কলের মতবাদটি তাই উদ্ভট একটি মতবাদ বলেই গণ্য হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, বার্কলের মতবাদের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবুও, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আধুনিক দর্শন চিন্তার ভাণ্ডারে বার্কলের অবদান অমূল্য সম্পদ।

Scanned by CamScanner